কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

স্মারক নং- ১২.৮০০.০৩৫.০১.০০.০৪২.২০১৫- ৯৫৬ তারিখঃ ২২/০৫/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ইনোভেশন কর্ম পরিকল্পনা প্রেরন প্রসঙ্গে ।

সূত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন- ৫ অধি শাখার ১২.০২৪.০০৪.০১.১১.০০২.২০১৪/১৯৯, তারিখ ০৫/০৫/২০১৫ খ্রিঃ সংখ্যক পত্র ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা পত্রসাথ সংযুক্ত করে প্রেরন প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক তিন (০৩) পাতা ।

২২/০৫/২০১৫

(মোঃ খায়রুল আবরার)
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
পক্ষে/পরিচালক
ফোন ঃ ০২-৯২৬৩৫১২
ই-মেইল-: dir@sca.gov.bd

বরাবর,
ডঃ মোঃ আবদুর রৌফ
যুগ্মসচিব (পিপিবি)
ও
চীফ ইনোভেশন অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা, ২০১৫

১) আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস হতে বিভিন্ন রিপোর্ট সদর দপ্তরে আদান প্রদানের জন্য অনলাইন রিপোর্টিং ব্যবস্থা চালুকরন।

২) সদর দপ্তরের কাজের গতিশীলতা আনয়নের ও সময় সাশ্রয়ের জন্য ইন্টারকম চালুকরন ।

৩) আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসের বিভিন্ন কার্যাবলী মাঠ পর্যায়ে বহুল প্রচারের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিসের সাথে যৌথভাবে সমন্বয় করে কাজ করা ।

৪) Mobile Seed Testing Laboratory এর কার্যক্রম বৃদ্ধিকরন ।

৫) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ওয়েবসাইট (www.sca.gov.bd) জাতীয় তথ্য বাতায়ন (National web portal) Anchor করা ।

৬) জেলা পর্যায়ে মিনি বীজ পরীক্ষাগার (Mini Seed Testing Laboratory) এর কার্যক্রম গতিশীলতা আনয়ন করা ।

৭) জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার (National Seed Testing Laboratory) ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার (Regional Seed Testig Laboratory) হতে প্রাপ্ত বীজ পরীক্ষার ফলাফল দ্রুততার সহিত ষ্টেকহোল্ডার/বীজ উৎপাদকের নিকট প্রেরনের ব্যবস্থা করা ।

৮) Crop Variety Database তৈরীর মাধ্যমে ষ্টেকহোল্ডারদের নোটিফাইড ফসলের (Notified Crops) জাতের বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত করা।

৯) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর হালনাগাদ Database তৈরীকরন ।

১০) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর, আঞ্চলিক ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তিসহ যাবতীয় মালামালের Database তৈরী করন ।

১১) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর, আঞ্চলিক ও জেলা বীজপ্রত্যয়ন অফিসে কর্মরত সকল কমকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট থেকে সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় উদ্ভাবনী প্রস্তাব গ্রহন ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা ।

১২) জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসের কার্যক্রম জেলাকর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য বাতায়ন (District web portal)এ প্রদানের ব্যবস্থা করা ।

১৩) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর, আঞ্চলিক ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসে কর্মরত সকল কমকর্তার ইমেইল আইডি মাধ্যমের যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহন করা ।

১৪) বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী, গাজীপুর সদর দপ্তরের আইসিটি কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডেডিকেটেড ব্যন্ডউইথ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহন করা ।

১৫) সকল কর্মকর্তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সহিত পালন করার জন্য মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা ।

Seed Certification Agency's Innovative Reformation Project (SCAIRP)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উদ্ভাবনী সংস্কার প্রকল্প

ভাল বীজে ভাল ফসল এবং ভাল বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের ফলন ১৫-২৫ ভাগ পর্যন্ত বাড়তে পারে ; এই দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি কে সামনে রেখে বীজের গুণগতমানের উৎকর্ষতা সাধন, কৃষক পর্যায়ে ভাল বীজ পৌঁছানো, ভেজাল বীজ নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বীজের রেগুলেটরী প্রতিষ্ঠান এসসিএ (SCA) বা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (Seed Certification Agency) । সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটা সংবিধিবদ্ধ বীজ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান। এসসিএ অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকারী প্রতিষ্ঠান হলেও যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব হেতু এই প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি এবং তাৎপর্য যেমনটি হওয়ার কথা ছিল সেই তুলনায় আদতে কিছুই হয়নি, লাগেনি কোন আধুনিকতার পরশ এবং উদ্ভাবনের ছোঁয়া।

কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ এবং কৃষিতে সবিশেষ উন্নতি সাধন করার মত আবহাওয়া, জলবায়ু এবং উর্বর মাটি আছে আমাদের, যেটি বিস্তৃত পৃথিবীর খুবই কম দেশই আছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে আমাদের কৃষিই পারে অনান্য দেশের সাথে টেক্কা দিয়ে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। প্রসংগত বলা আবশ্যক যে, দেশ স্বাধীনের পরে ৭.৫ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল ; প্রকারন্তরে দেশ থেকে প্রতি বছর ১% হারে কৃষি জমির বিলুপ্তি সাধনের পরেও ১৬ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে আমাদের কৃষি আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ, দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর; চাল, আলু সহ রপ্তানী হচ্ছে অনান্য কৃষি পণ্য। সুতরাং আমাদের কৃষিকে অবহেলা করার নূন্যমত কোন অবকাশ নেই। বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব এবং তথ্য প্রযুক্তি বান্ধব হলেও আজ পর্যন্ত এই আপ্ত বাক্যের সফল কোন বাস্তবায়ন হয়নি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে; ফলে প্রতিষ্ঠানটির উৎকর্ষতা আজও সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। অথচ প্রতিষ্ঠানটির আধুনিকায়ন এখন সময়ের দাবী। আজকের দিনের কৃষির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অধিক জমিতে কম সময়ের মধ্যে অধিক ফসল ফলানো আর এটি করতে হলে ভাল বীজ ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই আর সেই ভাল বীজ সরবরাহের অন্যতম দায়িত্ব হলো বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ।

এখনো আমাদের দেশের কৃষকেরা তাদের চাহিদা মাফিক বীজের বেশীর ভাগ বীজ নিজেদের জমিতে উৎপাদিত বীজ থেকে মিটিয়ে থাকেন, বাদবাকি বীজের চাহিদা মেটানো হয় সরকারী বীজ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বিএডিসি এবং বেসরকারী বীজ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রায়শই বিএডিসি এবং বেসরকারী বীজ কোম্পানীর বীজের গুণগত মান নিয়ে বা ভেজাল বীজ নিয়ে নানা নেতিবাচক অনেক খবর শোনা যায় । আবার বিএডিসি হতে সরবরাহকৃত ভাল বীজ হঠাৎ করে বাজার থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার খবরটিও মাঝে মাঝে চাউর হয়।

যদিও কতিপয় ঘোষিত বীজ (Notified Seeds) যেমন ধান, গম, আলু, আখ, পাট, কেনাফ, মেস্তার ক্ষেত্রে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গুণগত নিশ্চিত করত: প্রতিটি বীজের একটা বস্তা বা প্যাকেটের জন্যে সবুজ, সাদা, নীল ধরনের খোদাই করা এক কোটিরও অধিক ট্যাগ (Embossing Tag) বছরে সরবরাহ করে থাকে কিন্তু এসব দুর্বল সুরক্ষিত প্রত্যয়ন ট্যাগ নকল করা খুব সহজ। ফলে এসব দুর্বল সুরক্ষিত ট্যাগের মাধ্যমে কৃষকদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে যায় আসল আর নকল ট্যাগের মধ্যে সত্য মিথ্যা যাচাই করা। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে এ ধরনের প্রত্যয়ন ট্যাগের বিপরিতে এমন আধুনিক ডিজিটাল ট্যাগ প্রবর্তন আবশ্যক,যাতে কৃষকের হাতে রক্ষিত একটা সাধারণ মোবাইলের একটা ফোনকল বা ক্ষুদে বার্তার (SMS: Short Message Service) মাধ্যমে বীজক্রয়কারী কৃষখ জানতে পারেন তার ক্রয়কৃত বীজের গুনাবলী সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলী।

অধিকন্তু বাজারে সরকারী বেসরকারী কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের কতটুকু বীজ কোথায় কতটা মজুদ আছে সেটা সহজে বোঝার কোন বর্তমান উপায় নেই। অথচ প্রস্তাবিত এই উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে এ ধরনের সকল কাজ ওয়ান স্টপের সার্ভিসের (One Stop Service) মাধ্যেমে খুব কম খরচে করা সম্ভব।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রধান কাজ হলো ভাল বীজের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে ইমপোসিং ট্যাগ(Embossing Tag) প্রদান করা।

গোটা বিশ্বের কোথাও বীজ প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের ডিজিটাল ট্যাগিং প্রথা চালু হওয়ার খবর না থাকলেও এক্ষেত্রে বর্তমান সদাশয় কৃষি বান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি বান্ধব জননেত্রীর শেখ হাসিনার সরকার সৃষ্টি করতে পারে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন। সেজন্যে আমরা দেশ ব্যাপী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে অধুনা জনপ্রিয় ডিজিটাল ট্যাগ প্রবর্তন করার জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করার আবশ্যকতা তুলে ধরছি। আর এ ধরনের আধুনিক ডিজিটাল ট্যাগ প্রবর্তনের অংশ হিসেবে সহায়ক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে খুব কম খরচে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আরো অনেক উদ্ভাবনী ও প্রয়োজনীয় কাজ করা সম্ভব। প্রস্তাবিত এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে আধুনিকতা, নান্দনিকতা এবং উদ্ভাবনের যে ছোঁয়া লাগবে মোটাদাগে সেগুলো হলো:

(১) বীজের গুণগত মাঠ মান এবং বীজমান পরিক্ষা সাপেক্ষে ঘোষিত বীজের জন্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে সরবরাহকৃত মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজের যে ট্যাগ প্রদান করা সেটা আধুনিকায়ন হবে এবং সেখানের ট্যাগে একটা

RFID (Radio Frequency Identification) ডিজিটাল স্টিকার থাকবে, যেখানের কোন একটা নাম্বারে SMS করে কৃষকে ঐ বীজ ভাল না মন্দ সে ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানতে পারবেন আরো জানতে পারবেন বীজের উৎস সম্পর্কে।

(২) প্রতিটি ট্যাগের জন্যে সেন্ট্রাল সার্ভার থেকে একটা সিরিয়াল নাম্বার বরাদ্দ করা হবে, যেটি আগামী ২০০ বছরেও রিপিট হওয়ার ও নকল করার কোন সুযোগ নেই এবং এসব সিরিয়াল নম্বর ট্যাগ প্রদানকারী অফিসারদের স্থানীয় সারভার থেকে নিজেরাই দিতে পারবেন। ফলে সারা দেশের সকল জেলার সিরিয়ার নম্বরের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা থাকবে।

(৩) প্রতিটি বীজ প্যাকেট বা বস্তায় RFID ডিজিটাল ট্যাগ থাকার কারণে সেই বীজ কখন কোথায় যাচ্ছে সেটা মনিটর করা যাবে একেবারে বিক্রয় পর্যন্ত। ফলে সরকারের প্রশাসন যন্ত্র সহ সকল বীজের যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে থাকবে।

(৪) কোন মৌসুমে কোন জাতের কতটুকু বীজ তৈরি করা হচ্ছে এ ব্যাপারে একটা পরিষ্কার তাৎক্ষনিক চিত্র কৃষি মন্ত্রণালয় সহ সবাই সবাই জানতে পারবেন যাদেরকে সেই Administrative entrance দেয়া হবে।

(৫)বীজ ভেজাল করা এবং ডিজিটাল ট্যাগ নকল করার ন্যূনতম কোন অবকাশ কারুর নেই।

(৬) বীজের ভেজাল রোধ করা খুবই সহজতর হবে এবং সকল পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে।

(৭) বিএডিসি সহ কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোনভাবেই লুকাতে পারবে না তাদের উৎপাদিত বীজের প্রকৃত তথ্য। আর যদি কেউ কোনভাবে ডিজিটাল ট্যাগ ব্যতিরেকে বীজ বিপনন করে সেটার দায় দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে।

(৮) নার্স (NARS: National Agriculture REsearch System) ভূক্ত সকল কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে কোন বছরে কতটুক মৌল বীজ উৎপাদিত ও সরবরাহ করা হচ্ছে সে তথ্যটিও এক মুহূর্তে জানা যাবে।

(৯) আর এ ধরনের আধুনিক ডিজিটাল ট্যাগ প্রবর্তনের অংশ হিসেবে সহায়ক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে আমরা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৭ টি বিভাগীয় অফিস সহ ৬৪ টি জেলা অফিস, সদর দপ্তর এবং মন্ত্রণালয় কে পরিণত করতে পারি কাগজ বিহীন (Paper less) অফিস হিসেবে।

(১০) গোটা দেশে ছোট বড় মোট কতটা সরকারী বেসরকারী বীজ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হালনাগাদ তথ্যও পাওয়া যাবে।

(১১) কৃষি তথ্য সারভিসের একটা কৃষি কল সেন্টার থাকলে সেখান থেকে বীজ প্রত্যয়নের কার্যক্রম সম্পর্ কোন আপডেট তথ্য পাওয়া যায় না, এই প্রকল্পের সহায়ক প্রযুক্তির সহায়তায় কোন প্রকার খরচ ব্যতিরেকেই "বীজ কল সেন্টার" স্থাপন করে কৃষক ও উৎসাহী জনমানুষকে দিতে পারি সরাসরি অনলাইন বীজ সেবা আরো অনেক কিছু।

(১২) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৭টি বিভাগীয় অফিস এবং ৬৪ টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসের সাথে যে কউ যখন তখন ভারচুয়াল আলোচনা সভা করতে পারবেন ও প্রয়োজনীয় দিকে নিদেশনা দিতে পারবেন

প্রকল্পের ব্যয়ভার:সরকার কৃষি উন্নয়ন ও তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সাধনের জন্যে যে হারে অর্থ ব্যয় করছেন সেই তুলনায় উদ্ভাবনী এই প্রকল্পের ব্যয় খুবই নগন্য। বতমানে প্রতিটি ট্যাগের দাম পড়বে ৫/৭ টাকা। যখন কোটি কোটি ট্যাগ প্রবর্তিত হবে তখন প্রতিটি ডিজিটাল ট্যাগের দামও আপনা আপনি কমে যাবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও সেটা দুরীকরণের উপায়:

(১) প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবস্থা আবশ্যক তবে সেটা সাময়িকভাবে বিকল হলে বা আমাদের সাথে সংযুক্ত ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল বিকল করলে নিজস্ব ব্যবস্থায় এটা নিরিবিচ্ছন্ন রাখা যাবে।

(২) বিদ্যুৎ বিপর্যয় হলে জেনারেটর বা ইউপিএস দিয়ে জরুরী মুহূর্তে বিদ্যৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) সার্ভার হ্যাকিং হতে পারে সেজন্যে যথাযথ ব্যাক আপ রাখা হবে যেন দ্রুত সেটা মেরামত করা

উল্লেখিত প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সদাশয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ ব্যাপারে যে কোন ধরনের সহায়তা প্রদান সহ আরো কারিগরী তথ্য প্রদানের জন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে বদ্ধ পরিকর এবং সদা প্রস্তুত।

ড. মো. আখতারুজ্জামান
জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
মেহেরপুর
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭৯১-৬২৭২৫ (অফিস)
মোবাইল: ০১৭১১-৮৮৪১৯১
ই-মেইল: akhtar62bd@gmail.com